যুব বার্তা

ত্রৈমাসিক সংবাদ সাময়িকী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

এপ্রিল-জুন ২০১৫ ৩২তম সংখ্যা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক নবনির্মিত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (যুব ভবন) উদ্বোধন

১৬ মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর করেন। সফরকালে নবনির্মিত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (যুবভবন) এর শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে বলেন উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়ই যুব সমাজের উন্নয়নকল্পে চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে যুবসমাজ বিভিন্ন ট্রেডে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে, যা কাজে লাগিয়ে তারা দেশে-বিদেশে চাকুরীর মাধ্যমে নিজেদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশেষ অবদান রাখবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার, এমপি, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি। এ ছাড়াও রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সংসদ সদস্যগণ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এস এম সেলিম রেজা সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মানব পাচার রোধে যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে - যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

১৫ জুন সোমবার দুপুরে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত অবৈধপথে মানব পাচার রোধে যুবক ও যুব মহিলাদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন কর্মশালা উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন মানব পাচারের বিরুদ্ধে যুবসমাজকে সামাজিকভাবে আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। দেশের বেকার শিক্ষিত যুবকদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। দেশের যুবসমাজকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো সমৃদ্ধ হবে। তিনি বলেন, মানব পাচার প্রতিরোধে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন আন্তরিকতা ও দেশমাতৃকার টানে সকলকে মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে দেশের যুবসমাজ। (২ পৃঃ দ্রঃ)

ভেতরের পাতা

* মানব পাচার রোধে যুবসমাজ - ২ পৃঃ
* ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ - ২ পৃঃ
* প্রতিমন্ত্রীর বিভিন্ন যুব কর্মসূচি পরিদর্শন - ২ পৃঃ
* উপমন্ত্রী কর্তৃক গাড়ীচালক সমিতির কার্যালয় উদ্বোধন - ৩ পৃঃ
* যুব কার্যক্রমের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত - ৩ পৃঃ
* শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে "শৃংখলা আচরণবিধি ও অফিস ব্যবস্থাপণা" কোর্স - ৩ পৃঃ
* নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সভা - ৪ পৃঃ
* বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা - ৪ পৃঃ
* রংপুরে প্রশিক্ষণ কর্মশালা - ৫ পৃঃ
* খুলনায় ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা - ৫ পৃঃ
* সিলেটে ক্ষুদ্র ঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা - ৬ পৃঃ
* কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গতিশীলকরণ কর্মশালা - ৬ পৃঃ
* শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স - ৬ পৃঃ
* গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়া উপজেলায় কর্মশালা - ৭ পৃঃ
* "ঢাকা শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করতে আমাদের করণীয়" শীর্ষক আলোচনা সভা - ৭ পৃঃ
* বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় - ৭ পৃঃ
* উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ কোর্স উদ্বোধন - ৮ পৃঃ
* গুলশান থানায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা - ৮ পৃঃ
* যুব পরিবারের সাফল্যকথা - ৮ পৃঃ
* যুব তথ্য কণিকা - ৮ পৃঃ

যুববার্তা'র উৎকর্ষতার জন্য আপনার মূল্যবান পরামর্শ, তথ্য ও ছবি প্রেরণের ঠিকানা:

উপ-পরিচালক (প্রকাশনা ও আত্মকর্ম)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল ঃ publication79@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.dyd.gov.bd

প্রকাশনায়:
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
ই-মেইল ঃ publication79@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.dyd.gov.bd

মুদ্রণে: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

(১ম পাতার পর)

অবৈধপথে মানব পাচার রোধে যুবক ও যুব মহিলাদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি।

অবৈধপথে মানব পাচার রোধে যুবক ও যুব মহিলাদের সচেতনতামূলক র‍্যালীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি।

বাংলাদেশের কাঙ্খিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকৃত পক্ষে নির্ভর করছে দক্ষ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যুবসমাজের উপর। দক্ষ ও নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন যুবরা অবৈধ পধে বিদেশ যেতে পারে না। বিদেশে যেতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে বৈধ পথে যেতে হবে। যেসব যুবক/ যুব মহিলা বিদেশ গমণের চেষ্টায় সফল হতে পারেননি এবং ফেরত এসেছেন তাদের জন্য সুখবর হচ্ছে যে, দেশের অভ্যন্তরে তাদের আত্মকর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান ও আয় সঞ্চারনের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপযোগী প্রশিক্ষণ, ঋণ তহবিল, কারিগরী পরামর্শ দিয়ে আসছে। তাদের সমস্যা ও পূনর্বাসন প্রক্রিয়াকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার দেবে। যুবদেরকে উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন, আঁধারের পর নিশ্চয় দেখতে পাবো আলো।

জেলা প্রশাসক মোঃ আলী হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কক্সবাজার সদর রামু আসনের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল, উখিয়া-টেকনাফ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব আবদুর রহমান বদি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব আনোয়ারুল করিম এবং পুলিশ সুপার শ্যামল কুমার নাথ। আরো উপস্থিত ছিলেন টেকনাফ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাফর আহমদ, কক্সবাজার সিভিল সোসাইটির সভাপতি আবু মোরশেদ চৌধুরী, সাংবাদিক এইচ,এম এরশাদ, মোঃ আলী জিন্নাত ও পাচারের শিকার রামুর দারিয়ার দিঘী মৌলভী বাজারের আবদুলাহ আল মামুন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মোঃ সাঈদুর রহমান সেলিম। কর্মশালা শুরুর আগে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি, সাংসদ সাইমুম সরওয়ার কমল, জেলা প্রশাসক মোঃ আলী হোসেন ও পুলিশ সুপার শ্যামল কুমার নাথের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার-এর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ

বারচেম ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রির সনদ গ্রহণ করছেন প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি

স্পেনের মাদ্রিদের বারচেম ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় (Bircham International University) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার। ১৩ এপ্রিল ২০১৫ বিকেলে এক বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে শ্রী বীরেন শিকদারকে পিএইচডি ডিগ্রি সম্মানে ভূষিত করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। তার গবেষণা পত্রটির শিরোনাম ছিল- A narrative theory of law and Democracy.

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পিএইচডি ডিগ্রি লাভে প্রশংসা করে বলা হয় বাংলাদেশের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনে দেশটির ভাবমূর্তি উজ্জল হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার ১৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বারচেম ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত A narrative theory of law and Democracy বিষয়ের উপর এক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার, এমপি'র যশোর জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি পরিদর্শন

২৯ মে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যশোর জেলার সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে যশোর যুব ভবন সভা কক্ষে যুব কর্মসূচির অগ্রগতির বিষয়ে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর হতে সকল ক্ষেত্রে কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তিনি চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, এর সুফল মাঠ পর্যায়ে পৌছাতে শুরু করেছে। তিনি বলেন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকুরীর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনি চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনসম্পদ তৈরীর পরনামর্শ দেন। বর্তমানে অবৈধ মানবপাচার রোধ, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্য বিবাহের মত ঘৃণ্য কাজে যাতে যুবরা সম্পৃক্ত না হয় তা দেখভাল করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার জন্য যুবদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি যুব সংগঠনকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে তাগিদ প্রদান করেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি।

যশোর জেলার চলমান কর্মসূচির সার্বিক তথ্যাদি তুলে ধরে জেলার উপপরিচালক (চঃদাঃ) এ,টি,এম গোলাম মাহবুব বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, যুব ভবন শহর থেকে দূরে হওয়ায় কোন কোন অনাবাসিক ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী কম পাওয়া যাচ্ছে, তবে সামগ্রিক কর্মসূচির অগ্রগতি ৮০% থেকে ৯০% অর্জিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিঃ জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ পারভেজ হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফ আহম্মদ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে প্রতিমন্ত্রী সদর উপজেলার আলোর পথে সংগঠনে নকশীকাঁথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন এবং পরে ছায়া বাংলাদেশ যুব সংগঠনের আইটি বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

গাড়ীচালক সমিতির কার্যালয় উদ্বোধন

গাড়িচালক সমিতির কার্যালয় উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়।

১৩ মে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাড়িচালক সমিতির কার্যালয় উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. সাইদুর রহমান সেলিমসহ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেকে নিয়ে ভাবেন না, তিনি দেশের জনগণকে নিয়ে সর্বদা ভাবেন। তিনি আরো বলেন দেশকে গড়ে তোলার উদ্যোগে আমরা সকলে তাঁর নেতৃত্বে সামিল হয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সন্তানদের আমরা আলোকিত বাংলাদেশ উপহার দিয়ে যেতে চাই। আলোচনা সভা শেষে উপমন্ত্রী ফলক উন্মোচন করে ফিতা কেটে নবনির্মিত অফিস এর শুভ উদ্বোধন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন প্রত্যেকটি মানুষের কর্মতুষ্টি কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে বসার পরিবেশ। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ড্রাইভারদের জন্য অফিস কক্ষ তৈরী করা হয়েছে। যেহেতু তারা ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত তাই নিজেদের এবং তাদের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বলেন উপমন্ত্রীর নির্দেশনায় জায়গার স্বল্পতা সত্ত্বেও ড্রাইভারদের জন্য একটি কক্ষ তৈরী করে দেয়া হয়েছে, যেখানে তারা প্রয়োজনে বিশ্রাম নিতে পারবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাড়ীচালক বাবুল মিয়া। উপমন্ত্রী শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সভায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি ড্রাইভার সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। পরিশেষে দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়।

যুব কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

১২ মে প্রধান কার্যালয়ের মিনি সম্মেলন কক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং রিজিওনাল ডাইরেক্টর ড. মোঃ সামছুল কবির উইনরক ইন্টার ন্যাশনাল এর পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। উইনরক ইন্টার ন্যাশনাল এর রিজিওনাল ডাইরেক্টর ড. মোঃ সামছুল কবির বলেন, এটি ভলান্টিয়ারী টেকনিক্যাল এসিষ্ট্যান্স প্রোগ্রাম। ইয়ুথ এন্টারপ্রেনারশীপ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ নির্ধারন করে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা দেয়া হবে। এ প্রোগ্রামের আওতায় ভলান্টিয়ার নিয়োগ করে ২-৩ সপ্তাহের ট্রেনিং দেয়া হয়। এম ও ইউ এর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অফিসার ও প্রশিক্ষকদের TOT, সার্ভিস প্রোগ্রামের গ্যাপ কমিয়ে শক্তিশালী করা এবং নতুন নতুন টেকনোলজি যুবদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে একজন অফিসার কে মনোনয়ন দিতে হবে যিনি উভয় সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম বলেন, প্রশিক্ষণগুলোর মানোন্নয়নে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রয়োজন। ক্যারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট, ট্রেইনিং অব ট্রেইনারস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা নিতে পারি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ আবুল হাছান খান (যুগ্ম সচিব)। সভায় অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম সহ অন্যান্য পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং রিজিওনাল ডাইরেক্টর ড. মোঃ সামছুল কবির উইনরক ইন্টার ন্যাশনাল এর পক্ষে সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পক্ষে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং ব্রাক এর পক্ষে ব্রাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

২ জুন ব্রাক সেন্টারে ব্রাক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর পক্ষে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এবং ব্রাক এর পক্ষে ব্রাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষর করেন। এ সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ব্রাক এর পক্ষে সিনিয়র ম্যানেজার কন্টিনিউইং এডুকেশন, ব্রাক শিক্ষা কর্মসূচি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে "শৃংখলা আচরণবিধি ও অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কোর্স

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে ২৩-২৯ মে ২০১৫ এক সপ্তাহ মেয়াদী "শৃংখলা আচরণবিধি ও অফিস ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন কার্যালয় থেকে ৩৪জন পুরুষ এবং ০৬জন মহিলাসহ মোট ৩৯জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিপিএটিসি থেকে রিসোর্স পার্সনগণ সেশন পরিচালনা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে একজন অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এ ধরণের কোর্সে অফিস পরিচালনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক কর্মচারীর সুযোগ পাওয়া উচিৎ। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের পরিচালক (অঃদাঃ) মোরশেদ উদ্দিন আহমদ, উপ-পরিচালক অলকা প্রভা দে এবং সহকারী পরিচালকবৃন্দ। কোর্সটির সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সৈয়দ মুনিরুজ্জামান শামীম।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সভা

৬ মে যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম এর সভাপতিত্বে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম এ সভার আয়োজন করে। যুব প্রশিক্ষণ ও ঋণ সংক্রান্ত সেবা কেন্দ্রিক পাইলট প্রকল্পের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক পাইলট প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সভায় বক্তব্য রাখছেন মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম

মহাপরিচালক বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যুব দপ্তরকে সম্পৃক্ত করে কার্যক্রমটি পরিচালনা করলে বিষয়টি আরো সহজ হয়ে যাবে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। যুব দপ্তরের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে এটি পরবর্তীতে ব্যাপক ভাবে কার্যকর করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি এ টু আই প্রকল্পের কর্মকর্তাদের এই ধরণের উদ্যোগ নেয়ায় ধন্যবাদ জানান।

এ টু আই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত যুব প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণ সহজীকরণ বিষয়টি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকতা মোঃ কামরুজ্জামান ঠাকুরগাঁও, শাকিলা খাতুন হাটহাজারী, নাসরিন জাহান, চিরির বন্দর দিনাজপুর, মঞ্জুর আলম, নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম, ফেরদৌসি বেগম, নারায়নগঞ্জ, মোঃ বদরুল আমিন খান পটুয়াখালী সদর, নার্গিস আরা বেগম, সদর নোয়াখালী, প্রিন্স বাহাউদ্দিন তালুকদার খুলনা খালিশপুর ও দৌলতপুর, মোঃ ফখরুজ্জামান সিলেট গোলাপগঞ্জ ও এন,এম ইয়াছুনুল হাবিব তালুকদার, সোনারগাঁও। কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে কোন যুব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বা ই- মেইলে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও যুব ঋণ পেতে আবেদন করতে পারেন। সভায় যুব ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা চিহ্নিত হয় এবং সমাধানের সুপারিশ করা হয়।

এ প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের সময় এবং খরচ সাশ্রয় হয়। যুব ঋণ এবং প্রশিক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতিকে অধিকতর সহজীকরণ (টি সিভি-সময়, খরচ এবং ভিজিট) করার জন্যই এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের আহ্বায়ক পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ) মোঃ এরশাদ-উর -রশীদ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সাথে সুবিধা অসুবিধা নিয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন স্থানীয় জিও/ এনজিওর সম্পদকে সমন্বয় করে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের কাজকে এগিয়ে নিতে হবে। আরো সহজ এবং সমৃদ্ধ করার উপায় থাকলে সে ব্যাপারে মতামত প্রদান করার জন্য ইনোভেশন টিমের সকলকে অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানে ইনোভেশন টিমের সদস্য সহকারী পরিচালক মোঃ শাহীনুর রহমান এবং মোঃ সুলতান উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বগুড়া জেলায় কর্মশালা

১৮ এপ্রিল বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম বলেন-২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সীমা ১৫% এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব অর্থাৎ ৪ কোটি ৮০ লক্ষ। যাকে জনসংখ্যার ডিভিডেন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স ২৪ অর্থাৎ পুরো জাতি যুবর সংজ্ঞায়িত বয়সের মধ্যে অবস্থান করছে এবং এ সময়ে জনগণের কর্মের সম্পৃক্ততা, দক্ষ জনশক্তি গড়া, কর্মযোগ সৃষ্টি করার সুবর্ণ সুযোগ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে গতানুগতিক প্রশিক্ষণ ট্রেড হতে বেরিয়ে এসে এলাকাভিত্তিক চাহিদানুযায়ী ট্রেনিং কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে। যেমন: খুলনায় মিট প্রসেসিং, বগুড়ায় ফ্যাশন ডিজাইন, মাগুরায় কবুতর পালনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম বাসের সুপার ভাইজারদের নিয়োগপত্র প্রদান করছেন

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও (প্রশিক্ষণ অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. সাইদুর রহমান সেলিম বলেন-যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মূল কাজ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের দারিদ্র্য নিরসন করা। তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতামত নিয়ে কর্মশালার মাধ্যমে নতুন নতুন ট্রেড, উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে বেকারত্ব নিরসনের নুতন কৌশল নির্ধারণের উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশে ৭০% থেকে দারিদ্র্য কমিয়ে বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২৬% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমা ১৫% এ নামিয়ে আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

কর্মশালার সভাপতি জেলা প্রশাসক মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস বলেন, বাংলাদেশে এখন যুব সংখ্যাধিক্যের কারণে ডিভেডেন্ড পিরিয়ড চলছে। উন্নত দেশগুলো ডিভিডেন্ড পিরিয়ডে যুব জনগোষ্ঠিকে দক্ষ করে তুলে কাজে লাগাতে সক্ষম হওয়ায় তারা উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমাদেরকেও যুবদের কাজে লাগিয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। তিনি আরও বলেন-বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ ড্রাইভার, হেলপার ও সুপার ভাইজারদের আচরণগত রুঠতা ও অদক্ষতা। তাদের মোটিভেশন দিয়ে আচরণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হলে সড়ক দুর্ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে বগুড়া আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০ জন ড্রাইভার, হেলপার ও সুপারভাইজারকে মোটিভেশন ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ ধরণের উদ্যোগ সারা দেশে নেয়া হলে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হবে।

উপ-পরিচালক (চঃ দাঃ) বগুড়া বিরাজ চন্দ্র সরকার তার বক্তব্যে বলেন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ডিজাইন কোর্সটি বগুড়ায় চালু করার ফলে অনেক বেকার যুবকের প্রশিক্ষণের পরপরই চাকুরি লাভের সুযোগ হয়েছে। এ ধরণের কোর্স প্রতিটি বিভাগীয় শহরে এবং পর্যটন এলাকায় চালু করা যেতে পারে।

উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মাসুদা আকন্দ প্রশিক্ষণের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দলীয় আলোচনায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালণ করেন। কর্মশালায় ১১৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

রংপুরে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম-এর উপস্থিতিতে রংপুরে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও (প্রশিক্ষণ অতিরিক্ত দায়িত্ব) বক্তব্য দিচ্ছেন ড. সাইদুর রহমান সেলিম

১৭ এপ্রিল রংপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর রংপুর এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম বলেন-প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে সচিব Annual performance Agreement (APA) স্বাক্ষর করেছেন। আগামীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মহাপরিচালকের মধ্যে কেপিআই স্বাক্ষরিত হতে পারে। ফলে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জবাবদিহিতা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে নিশ্চয়তার ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য এখন থেকে সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে হবে। দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য যুগোপযোগী নতুন ট্রেডের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা যাতে আত্মকর্মী হতে পারে এ ব্যাপারে নিবিড় তদারকীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে এবং নতুন ট্রেড চালুর বিষয়ে যে সুপারিশমালা পেশ করবেন সেগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হবে।

বিশেষ অতিথি পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও (প্রশিক্ষণ অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. সাইদুর রহমান সেলিম বলেন-বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণার মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় ১৩০০ ডলার। দেশে নানা প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও চলতি অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধি ৭ এর কাছাকাছি অর্জিত হওয়ার পথে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিকভাবে কাজ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তনিমা তাসমিন বলেন ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুবগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। যুবরাই দেশের ভবিষ্যৎ। সঠিকভাবে যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করতে পারলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। অনেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে সেটি কাজে লাগাচ্ছে না। এটি মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগীয় কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে ইনোভিশন টিম এর সদস্য নাসরিন জাহান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা চিরির বন্দর তার উদ্ভাবনী কৌশল বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জুন ২০১৪ হতে A2I (Access to information) প্রকল্পের আওতায় যুবদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করছেন। এ ক্ষেত্রে মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল তথ্য ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করেন এবং কারচুপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর LGSP এর বরাদ্দ হতে প্রশিক্ষণার্থীদের কারচুপি ফ্রেম প্রদান করে আত্মকর্মী হতে সহায়তা করেন মর্মে তিনি জানান।

উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মাসুদা আকন্দ উক্ত কর্মশালার সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-পরিচালক (চঃ দাঃ), রংপুর মোঃ দিলগীর আলম। র‍্যাপোটিয়ার হিসেবে ছিলেন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ফারিহা নিশাত।

খুলনায় ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা

১১ এপ্রিল সোনাডাঙ্গা, খুলনা জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম, কর্মশালার গুরুত্বারোপ করে বলেন, এ কর্মশালা বিগত বছরের অর্জন ও ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের করণীয় চিহ্নিত করার একটি কার্যকরী পন্থা। এই কর্মশালায় বিগত বছরে যারা ঋণ কার্যক্রমে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারেনি তাদেরকে যারা ভাল করেছেন তাদের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করার আহবান জানান। তিনি বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রধানতঃ দুটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রথমতঃ বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও দ্বিতীয়তঃ তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান। তাই প্রশিক্ষণের কিছু ট্রেড পরিবর্তন করে বর্তমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন ইতোমধ্যে প্রায় ২০টি সংস্থার সাথে MOU করা হয়েছে (এসএ ট্রেডিং, বিজিএমইএ সহ) যাদের মাধ্যমে দক্ষ যুবশক্তি বিদেশে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে এবং সরাসরি কর্মসংস্থানে নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে। এতে যুবদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনসহ দেশে রেমিট্যান্স আসছে। ঋণদানের পূর্বে ঋণীদের যথাযথ যাচাই-বাছাই করে তবেই ঋণদানের অনুরোধ জানান। তিনি উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ঋণ আদায় ও ব্যাংকে জমার বিষয়টি নিবিড় তদারকী করার পরামর্শ দিয়ে বলেন তবেই খেলাপীসহ অনিয়ম দূরীভূত হবে। তিনি ঋণের রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণ এবং কিস্তির টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আদায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান।

কর্মশালায় প্রশংসা পত্র প্রদান করছেন মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এরশাদ-উর-রশিদ, পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) বলেন, আজকের কর্মশালায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান দু'টি কর্মসূচি ঋণদান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃজন কর্মসূচির বিগত বছরের সফলতা ও সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় তার দিক নির্দেশনা দেয়াসহ ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারিত হবে এবং সেমতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলেই সফলতা আসবে। তিনি সরকার প্রদত্ত মূলধন তহবিল ১৬৬.১৯ কোটি টাকা হতে সার্ভিসচার্জসহ ৩২৮ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন যে, এ অর্জন সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের ফসল। তিনি বলেন এ পর্যন্ত প্রায় ৮ লক্ষ বেকার যুবকে ঋণ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে ফলে যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করা ও অনুপ্রেরণা দেয়ার লক্ষ্যে কর্মশালায় প্রশংসা পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অংশগ্রহণকারী উপজেলাসমূহের মধ্যে ঋণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের জন্য ১ম মোঃ লুৎফর রহমান, সি এস, দামুরহুদা, চুয়াডাংগা। ২য় মোঃ মনিরুজ্জামান, সি এস, সদর, সাতক্ষীরা এবং ৩য় মোঃ সেলিম উদ্দিন, সি এস, দামুরহুদা, চুয়াডাংগা সম্মান সূচক প্রশংসাপত্র প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত করা হয়। প্রধান অতিথি সংশ্লিষ্টদের প্রশংসাপত্র বিতরণ করে সকলের মধ্যে কাজের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি এবং প্রতিযোগিতা তৈরীর আহবান জানান।

জেলা প্রশাসক মোস্তফা কামাল এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী জেলা ছিল খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা ও পিরোজপুর এবং আওতাধীন উপজেলা সমূহ। স্বাগত বক্তব্যে উপ-পরিচালক মনিরুল ইসলাম খুলনা জেলার সার্বিক যুব কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বিভাগীয় শহরে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে বলেন এতে অধিক সংখ্যক যুবকের কর্মসংস্থান হবে। বিদেশগামী যুবদের ভাষা শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলেন।

সিলেট জেলার "ক্ষুদ্র ঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা"-২০১৫

মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম ও জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম প্রশংসাপত্র প্রদান করছেন

৩১ মে সিলেট জেলায় "ক্ষুদ্র ঋণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি, মূল্যায়ন বিষয়ক কর্মশালায়" প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম বলেন, যুব সমাজের বেকারত্ব দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা জনশক্তিতে রুপান্তরিত হবে। দেশের এক তৃতীয়াংশ যুবদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব কিছু নয়। এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন। কর্ম অধিবেশনে মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন সমস্যা লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জেলা প্রশাসক মোঃ শহিদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন যুবরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অনেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে যে হতাশা বা বিপদগামী যুবদের কারণে সামাজিক অবক্ষয় দেখা যায় তা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় যুবদের কাজে নিয়োজিত করা। বিশেষ করে মাদক মুক্ত যুবসমাজ গঠনে মাঠ পর্যায়ে যুবদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রাখার ব্যবস্থা করা।

বিশেষ অতিথি পরিচালক (দাঃ বি ও ঋণ) মোঃ এরশাদ উর রশীদ তাঁর বক্তব্যে ক্ষুদ্র ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে চলমান যুব কার্যক্রম গতিশীলকরণে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে গত এক বছরে যুব ঋণ বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে তিন জন ক্রেডিট সুপার ভাইজার যথাক্রমে আবু নাছার, মোঃ আবুল ফজল এবং মোঃ সফিকুর রহমান কে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এ,এস এম কবির। আঞ্চলিক এ কর্মশালার আয়োজক উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আমির আজম খান সমাপনী বক্তব্যে মহাপরিচালকসহ কর্মশালায় উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গতিশীলকরণ শীর্ষক কর্মশালা-২০১৫

৪ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টায় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গতিশীলকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী কর্মশালার প্রধান অতিথি মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম বলেন, প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। যেহেতু যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থান সৃজন করে থাকে সেহেতু, মানব সম্পদ উন্নয়নে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। এই কেন্দ্রে কি কি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা এই কর্মশালার মাধ্যমে নির্ধারণের পরামর্শ প্রদানসহ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সাথে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তুলনীয় করার জন্য আরো উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতাকে Indicator হিসাবে ধরা হবে বলে উল্লেখ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এইচ, এম, জিল্লুর রহমান বলেন ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং যুগোপযোগী চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গতিশীলকরণ শীর্ষক কর্মশালায় এরশাদ-উর-রশীদ পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ) বক্তব্য প্রদান করছেন

প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা উপস্থাপন শেষে পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ) বলেন, এ যাবৎ যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাদের বর্তমান অবস্থা, ব্যক্তিগত Performance-এর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, প্রশিক্ষণের সনদপত্র মূল্যায়নের ভিত্তিতে করতে হবে এবং পরবর্তীতে সিলেকশন গ্রেড, টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মূল্যায়নকে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৮-২৪ এপ্রিল ০৭ (সাত) দিন মেয়াদী Training of Trainers (TOT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে কোর্সের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সর্বাধিক অংশগ্রহণ হলো যুবসমাজের আর এই যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব আপনাদের। এ প্রত্যয় নিয়ে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য কোর্সের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও কোর্সের কো-অর্ডিনেটর সৈয়দ মুনিরুজ্জামান শামীম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের পরিচালক (অঃদাঃ) মোরশেদ উদ্দিন আহ্মদ।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে সনদপত্র বিতরণ করছেন মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম

গোপালগঞ্জের টুংগীপাড়া উপজেলায় কর্মশালা

১২ মে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলায় শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্মশালার বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, বিগত বছরের ঋণ কার্যক্রমের পারফরমেন্স কেমন ছিল, কোথায় ব্যর্থতা ছিল সে বিষয় নিয়ে আজকের এ কর্মশালায় আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশানা দেয়া হবে এবং ভবিষ্যতে এ নির্দেশনা নিয়ে কাজ করতে হবে।

বক্তব্য প্রদান করছেন বিশেষ অতিথি গাজী গোলাম মোস্তফা, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, টুংগীপাড়া

তিনি বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে সফল আত্মকর্মী, উদ্যোক্তা ও সমাজকর্মী তৈরী করছে, যার ফলে দেশ উন্নত হচ্ছে এবং ২০১৯ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। এর নেপথ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর ভূমিকা অপরিসীম। তিনি আত্মকর্মীদের তালিকা ওয়েবসাইটে আপলোড করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি এরশাদ-উর-রশীদ, পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অন্যতম কাজ হলো বেকার যুবদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করা সহ আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে পুঁজি প্রদান করে সহায়তা দেয়া হয়। এই পুঁজি ব্যবহার করে যুবরা কতটা এগিয়ে আছে বা যাচ্ছে তাই কর্মশালার আলোচ্য বিষয়। তিনি বলেন কর্মশালার মাধ্যমে বিগত বছরের সফলতা, ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে আলাপ আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সেভাবে কাজ করলেই সফলতা আসবে। অনুষ্ঠানে তিনজন সি,এসকে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। ১ম দিলীপ কুমার দাস, সিএস, কালকিনি, মাদারীপুর, ২য় মোঃ রাজিব হাসান, সিএস, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর, ৩য় মোঃ সেলিম খান, সিএস, চরভদ্রাসন, ফরিদপুর। বিশেষ অতিথি গাজী গোলাম মোস্তফা, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, টুংগীপাড়া বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের মাঝে যে ঋণ প্রদান করেন তা ভালভাবে মনিটরিং করতে হবে অর্থাৎ যে কাজের জন্য ঋণ নেয়া হয়েছে সে কাজে যাতে খাটানো হয় সে দিকে নজর দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন, তবেই বেকারত্ব দূরীভূত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-পরিচালক (চঃদাঃ) খাঁন মাহবুব উজ্জামান।

"ঢাকা শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করতে আমাদের করণীয়" শীর্ষক আলোচনা সভা

১৭ জুন ঢাকা ইয়ুথ সার্কেল ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশন, ৭৫/১, এ, কে,দাস রোড, গেন্ডারিয়া ঢাকায় অবস্থিত একটি অরাজনৈতিক, সামাজিক ও সেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের উদ্যোগে **"ঢাকা শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করতে আমাদের করণীয়"** শীর্ষক আলোচনা সভা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং নবনির্বাচিত মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব আবু আহমেদ মান্নাফি, মকবুল ইসলাম টিপু, আব্দুল কাদির, মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর লাভলী চৌধুরী, হেলেন আক্তার, নাসিমা আহমেদ। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর পুলিশ ওয়ারী জোনের সহকারী কমিশনার রুহুল আমিন, সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফোরামের সভাপতি এ,এম, শফিউর রহমান দুলু, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোয়াজ্জেম হোসেন গাজী, গেন্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ শহিদ আলম, সমাজসেবা কর্মকর্তা খান আবুল বাসার, বাংলাদেশ জাতীয় যুব কাউন্সিল এর সভাপতি মাকসুদ আহমেদ চৌধুরী, যুব সংগঠক মোঃ জাকির হোসেনসহ আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আরজু হোসেন।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার কর্তৃক সংযুক্ত পি ৮৫তম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা ১৮ জুন প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম অবহিত করা হয়।

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. সাঈদুর রহমান সেলিম বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানান। পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে সভার কার্য্যক্রম শুরু হয়। মহাপরিচালক আনোয়ারুল করিম সকলকে অধিদপ্তরে স্বাগত জানিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

মহাপরিচালকের বক্তব্য শেষে একটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির কার্যক্রম তুলে ধরেন পরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ আবুল হাসান খান। এ পর্যন্ত ৮৩৬২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে ৭০৫২১ জনকে কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

গাজীপুরে এ টু আই ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওরিয়েন্টেশন সভা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) এর যৌথ উদ্যোগে বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সহজীকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, গাজীপুরে ৭ জুন আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক গাজীপুর মোঃ নূরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (ই-সার্ভিস) এ টু আই, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় ড. আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এইচ,এম মোস্তফা কামাল। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন এ টু আই এর ডোমেন স্পেশালিস্ট লুৎফর রহমান, এ টু আই এর কনসালটেন্ট খালেদ মেহেদি হাসান, উপ-পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এস, এম ইমদাদুল হক, সহকারী পরিচালক হাফিজা আইরিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাবৃন্দ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৮ জন প্রশিক্ষণার্থী, এলাকার গন্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, যুব সংগঠনের সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ। দিনব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো সহজীকরণ ও বাস্তব সম্মত ভাবে কিভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং এ বিষয়ে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা সকলকে অবহিত করা হয়।

জেলা প্রশাসক গাজীপুর মোঃ নূরুল ইসলাম এবং পরিচালক (ই-সার্ভিস) এ টু আই, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় ড. আবদুল মান্নান এ টু আই এর ডোমেন স্পেশালিস্ট লুৎফর রহমান, এ টু আই এর কনসালটেন্ট খালেদ মেহেদি হাসান, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এইচ,এম মোস্তফা কামাল,

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম

গুলশান থানায় "উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক" প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৩০ এপ্রিল ঢাকা জেলাধীন গুলশান ইউনিট থানায় দিনব্যাপী "উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মোঃ সাইদুর রহমান সেলিম। কর্মশালার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়সমূহ এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা ও সমাধানের উপায়"। আলোচনায় 'কী নোট পেপার' উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ স্কিটি, বিসিক, উত্তরা, ঢাকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ, কে, এম কায়সার আলী, উপ-পরিচালক ঢাকা জেলা, সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ ও মোয়াজ্জেম হোসেন গাজী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাজী বন্যা মীর্জা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গুলশান ইউনিট থানা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক এর দায়িত্ব পালন করেন দেওয়ান ফাতেমা নার্গিস, সিনিয়র প্রশিক্ষক, ব্লক ও বাটিক, ঢাকা জেলা। পুরো অনুষ্ঠানটির সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন মোঃ ইসমাইল হোসেন ভুঁইয়া, সি,এস গুলশান ইউনিট থানা। কর্মশালায় ০৩ জন সফল যুব ও সংগঠককে ক্রেস্ট ও প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

যুব পরিবারের সাফল্য কথা

নওরীন জান্নাত নৌমি ঃ

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বর্ণমালা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা হতে অংশগ্রহণ করে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। নওরীন বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন শাখার সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর নূর মোহাম্মদ ও মোছাঃ আলবেদা খাতুন এর কনিষ্ঠা কন্যা।

হালিমা খাতুন ঃ

২০১৫ সালের এস,এস,সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীন মতিঝিল মডেল হাই স্কুল, মতিঝিল, শাখা হতে জিপিএ -৫সহ কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে প্রধান কার্যালয়ের অর্থ ও অডিট শাখায় কর্মরত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর মোঃ আজাহার আলী ও রাহেমা খাতুর এর প্রথমা কন্যা।

কক্সবাজারে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎসজীবীদের জন্য দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ বিষয়ক কোর্স উদ্বোধন

১১ এপ্রিল যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কক্সবাজার কর্তৃক আয়োজিত ৩ দিন ব্যাপী "উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জন্য দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কক্সবাজারে আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অমিতোষ সেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা ড. মঈন উদ্দিন আহম্মদ এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ সানাউল্লাহ। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সদর উপজেলার ৩০ জন নিবন্ধিত মৎস্যজীবী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে বিষয়ভিত্তিক তাত্ত্বিক ক্লাশ প্রদানের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে মৎস্যজীবীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন মৎস্য অধিদপ্তর এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ উপকূল ও সমুদ্রের জীব বৈচিত্র রক্ষাসহ দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন। পাশাপাশি সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে যুগোপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবেন। প্রশিক্ষণের কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এ, কে, এম ফজলুর রহমান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর। ১৩ এপ্রিল জেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এবং উপ-পরিচালক এর সভাপতিত্বে কোর্সের সমাপ্তি হয়।

মাঠ পর্যায়ে মৎস্যজীবীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

মুহাম্মদ ফারদীন খান ঃ

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত এস,এস,সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উর্ত্তীণ হয়েছে। সে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ গোল্ডেন-৫ পেয়েছেন। ফারদীন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, টাংগাইল সদর মোঃ গজনবী খান এবং ফরিদা ইয়াসমিন এর পুত্র। সে ভবিষ্যতে একজন ভাল চিকিৎসক হয়ে দেশের জনগনের সেবা করতে আগ্রহী।

যুব তথ্য কণিকা

নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	শুরু থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত	জানুয়ারি ২০০৯-মার্চ ২০১৫	এপ্রিল-জুন২০১৫
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৪২,৩৭,৪৬২ জন	১৩,৯১৪৫৪ জন	৫৬১৩৯ জন
০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২০,০৩,৫২৮ জন	৩,৫১০৮০ জন	৪২৮৫ জন এপ্রিল পর্যন্ত
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	৭১,৩১৬ জন	৯৫৮৩২ জন	১২,২৫৮ জন
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৭০,৫২১ জন	৭০,৫২১ জন	১২,২৫৮ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১২৫৯১৫.০৭ লক্ষ টাকা	৪৭৫৩৯.৮৭ লক্ষ টাকা	১২৬৪.৬৮ লক্ষ টাকা মে পর্যন্ত
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৮,১৩,৮৯৭ জন	১২২৬১৫ জন	২০২৮ জন মে পর্যন্ত
০৭.	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৬৭৪৩ টি	১০৩৪৭ টি	৬২ টি মে পর্যন্ত

বিদেশে যাচ্ছেন? বৈধ পথে যাচ্ছেন কিনা জেলায় অবস্থিত জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে গিয়ে সরাসরি জেনে নিন।